তারিখ ... OCT 06 2006 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ২ ...

চবি ক্যাম্পাসে প্রগতিশীল সংগঠনের কার্যক্রমে অলিখিত নিষেধাজ্ঞা

প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

জোট সরকার শেষ সময়ে এসে শিবিরের দখলদারিত্ব টিকিয়ে রাখতে এবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিবিরের চাপে ক্যাম্পাসে মিছিল মিটিং নিষিদ্ধ করা হয়েছে অলিখিত ফরমান। বিশেষ করে প্রগতিশীল সংগঠনগুলো কোন কাজে নামলেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিয়মনীতি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বন্ধ করে দিচ্ছে তা। এমনকি বাড়াবাড়ি করলে প্রশাসন তাদের দেখে নেয়ারও হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে প্রগতিশীল সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ।

এদিকে সূত্র জানায়, সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হয়ে যাওয়া শিবির চবি ক্যাম্পাসে তাদের আধিপত্য ধরে রাখতেই প্রশাসনকে চাপ দিয়ে প্রগতিশীল সংগঠনগুলোর কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দিচ্ছে। আর এ জন্যই প্রশাসন নিয়মনীতির ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের ধুয়া তুলে বন্ধ করে দিচ্ছে প্রগতিশীল সংগঠনগুলোর সাংগঠনিক কার্যক্রম।

২০০১ সালের নির্বাচনের মধ্যদিয়ে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ইসলামী ছাত্রশিবির একক আধিপত্য বিস্তার করে। এরপর থেকে ২০০৪ সালের ২৯ এপ্রিল শামসুন নাহার হলের সিট বরাদ্দের আন্দোলন ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তেমন কোন বড় ধরনের আন্দোলন হয়নি। এ সময় প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠনগুলোর আন্দোলন বা কার্যক্রম কৌশলে বন্ধ করে দেয় শিবির।

কিন্তু বর্তমানে জোট সরকারের একেবারে শেষ সময়ে শিবির চবি ক্যাম্পাসে সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে বলে একাধিক সূত্র জানায়।

এদিকে শিবির সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হয়ে যাওয়ায় জোট সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও যাতে চবি ক্যাম্পাসে আধিপত্য ধরে রাখতে পারে তার জন্য এবার প্রশাসনের ওপর বিভিন্ন চাপ প্রয়োগ করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করে বলেন, এই ক্যাম্পাসে ড. হাসান আজিজুল হককে প্রাণনাশের হুমকির প্রতিবাদে কোন মিছিল বের করা যায় না। আমরা শান্তিপূর্ণ মিছিল করলেও আমাদের বিরুদ্ধে নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়। এছাড়াও ছাত্র ফ্রন্ট গত ১১ সেপ্টেম্বর খালেদা জিয়া হলে নবীন বরণের আয়োজন করলেও সেখানে ক্যাম্পাসের বাইরে একজন সঙ্গীত শিল্পীকে আমন্ত্রণ জানানোর অপরাধে তা বন্ধ করে দেয় হল কর্তৃপক্ষ। এমনকি এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে কর্তৃপক্ষ ওই হলের ছাত্র ফ্রন্ট সংবাদক মুক্তা ভট্টাচার্যকে কারণ দর্শানোর নোটিশ করে। উৎসব বন্ধ করে দেয়ার কারণ হিসেবে কর্তৃপক্ষ তাদের ক্যাম্পাসের বাইরের কাউকে আমন্ত্রণ জানানো যাবে না বলে জানায় ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ। প্রগতিশীল সংগঠনগুলো অভিযোগ করে, শিবিরের চাপের মুখেই প্রশাসন মরিয়া হয়ে আমাদের এসব কার্যক্রম বন্ধ করে দিচ্ছে।

অন্যদিকে চবি শিবির সভাপতি মেজবাহ উদ্দিন নাঈম সংবাদকে বলেন, '৯২, '৯৩ সালে আমাদের তো তারা ক্যাম্পাসে মিছিল মিটিংও করতে দেয়নি। কিন্তু গত ৫ বছরে তো তারা সবই করেছে। আমরা যদি না চাইতাম তাহলে কী তারা এসব করতে পারত!